বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০ অর্থবছর
(খসড়া)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	**পরিচিতি**	১-৩
১.১	প্রতিষ্ঠা	১
১.২	রূপকল্প (Vision)	১
১.৩	অভিলক্ষ্য (Mission)	১
১.৪	প্রধান কার্যাবলি	২
১.৫	প্রশাসনিক কাঠামো	২
১.৫.১	পরিচালনা পরিষদ	২
১.৫.২	জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)	২
১.৫.৩	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	৩
২.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০**	৩-৪
২.১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন (২০১৯-২০)	৩-৪
৩.	**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনা**	৪
৪.	**প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী**	৫-১৮
৪.১	২০১৯-২০ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প ৩ (তিন) টি	৫
৪.২	বর্তমানে চলমান প্রকল্প ১২ (বারো) টি	৫
৪.৩	সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫-৭
৪.৩.১	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন প্রকল্প	৫-৬
৪.৩.২	সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প	৬-৭
৪.৩.৩	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প	৭-৮
৪.৪	চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮-১৮
৪.৪.১	ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	৮-৯
৪.৪.২	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	৯-১০
৪.৪.৩	লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি শীর্ষক প্রকল্প	১০-১১
৪.৪.৪	BGD e-GOV CIRT **এর সক্ষমতা বৃদ্ধি** (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) শীর্ষক প্রকল্প	১১-১২
৪.৪.৫	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	১২-১৩
৪.৪.৬	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১৩-১৪
৪.৪.৭	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প	১৪
৪.৪.৮	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প	১৫
৪.৪.৯	ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প	১৫-১৬
৪.৪.১০	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৬
৪.৪.১১	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	১৭
৪.৪.১২	দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন **(**কানেক্টেড বাংলাদেশ**)** প্রকল্প	১৭-১৮
৫.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ**	১৮
৫.১	নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৮
৫.২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ	১৮
৫.৩	Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন	১৮
৫.৪	জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর প্রশিক্ষণ	১৮
৬.	**পরামর্শ সেবা:**	১৮
৭.	**২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম:**	১৯
৭.১	**ডিজিটাল সরকার (ই-গভর্নেন্স):**	১৯
৭.১.১	জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III)	১৯
৭.১.২	জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি)	১৯

৭.১.৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) ১৯
৭.১.৪ বিসিসি সিএ'র কার্যক্রম ১৯
৭.২ তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম: ১৯-২১
৭.২.১ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) ১৯
৭.২.২ লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি ২০
৭.২.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলা ২০২০ ২০
৭.২.৪ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিসি) ২০-২১
৭.২.৫ জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) ২০২০ ২১
৭.২.৬ গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ (জিআইটিসি) ২০১৯ ২১-২২
৭.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ সাফল্য উদ্‌যাপন ২২-২৪
৭.৩.১ মুজিব বর্ষ ২০২০ ২২
৭.৩.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ ২২-২৩
৭.৩.৩ জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ ২৩
৭.৩.৪ মহান বিজয় দিবস-২০১৯ ২৪
৭.৩.৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ ২৪
৭.৪ পুরস্কার/সম্মাননা: ২৫
৭.৪.১ WSIS Prizes 2020 ২৫
৭.৪.২ ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ ২৫

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

https://www.bcc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

১ পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্পঃ ২০২১ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে তথা দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যুব সমাজের আইসিটি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিটি'র অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, তথ্য আহরণে দেশের তথ্য ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, ই-সার্ভিস সহজীকরণের মাধ্যমে ই-সরকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ এবং আইন সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় সকলের সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার । বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্প উন্নয়ন, সরকারি সমস্ত তথ্যের সংরক্ষণাগার হিসেবে ডেটা সেন্টার স্থাপন, প্রদত্ত সরকারি সকল সেবা অনলাইনে চালুকরণ,আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে ।

১.১ প্রতিষ্ঠা

এ প্রতিষ্ঠানটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়:

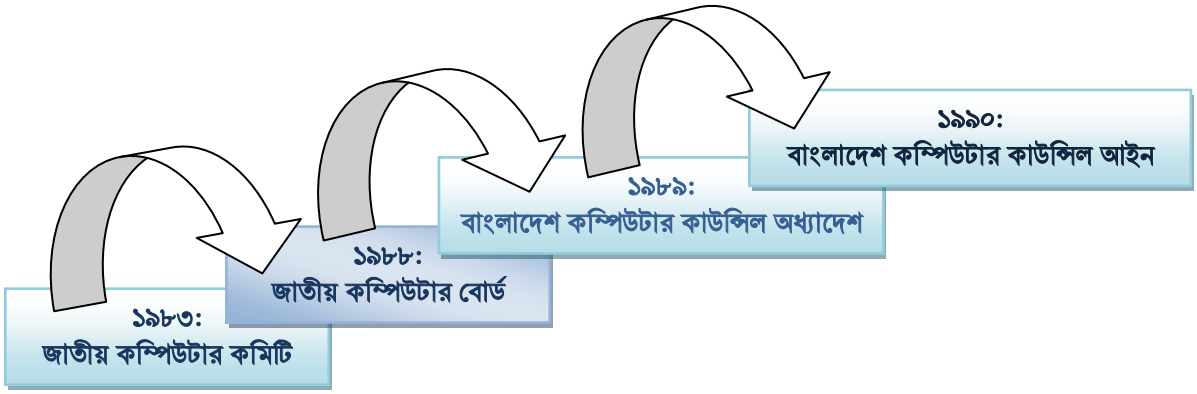

জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন বলে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-কে রূপান্তরিত করে ''বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল" নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০১১ হতে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ রূপকল্প (Vision):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার ও সফল প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা প্রদান।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও দূর্নীতিমুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহকে জনগণের দোর-গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য দেশের ডিজিটাইজেশনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দক্ষ জনবল ও কানেক্টিভিটি উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও রপ্তানিমূখী আইটি শিল্প বিকাশে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশানাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফকেশনস নির্ধারণ করা;
- সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;
- জাতীয় ডেটাসেন্টার, পাবলিক সি এ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ডেটাসেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডেটা সিকিউরিটি ইনট্রুশান চিহ্নিত করতে National Computer Incident Response Team (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা, আইটি স্কীল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি এবং আইটি/আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এ্যাসোসিয়েশনসমূহ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতার বিশ্বমান নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা করা;
- কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী ও বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে তা পালন করা;
- সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;
- সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
- উর্পযুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১.৫ প্রশাসনিক কাঠামো

১.৫.১ পরিচালনা পরিষদ

(ক) চেয়ারম্যান
(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান
(গ) সদস্য-সচিব
(ঘ) অন্যান্য সদস্য (অন্যূন আট এবং অনধিক দশ জন)।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান। বিসিসি'র নিবার্হী পরিচালক পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সদস্য-সচিব এবং সরকার কর্তৃক মনোনিত ১০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে বিসিসি'র কাউন্সিল পরিচালনা হচ্ছে।

১.৫.২ জনবল

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্যপদের বিবরণ				সর্বমোট		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	**কর্মরত**	শূন্য
১৬৭	০৮	৪৮	৪২	৪২	০	৩২	২২	১২৫	০৮	১৬	২০	২৬৫	৯৬	১৭৯

১.৫.৩ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১৩৬.৬২৫৬	১১৭.৬৪৮৭	৮৬.০০%
উন্নয়ন	৪৩৭.৭৫২৩	৪১১.৩০২৪	৮৬.৬৪%

২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০

ক্র: নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন	১০টি	১০টি
২	ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন	১০টি	১০টি
৩	তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	৭টি	৭টি
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	৩টি	৩টি
৫	তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণ;	১টি	১টি
	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	**কার্যক্রম**	**কর্মসম্পাদন সূচক**
১	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮টি	১২টি
২	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৪টি	১১টি
৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫টি	১০টি

২.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৯-২০২০)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, গাজীপুরে স্থাপিত IV Tier National Data Centre এর কার্যক্রম চালু	৩০-০১-২০২০	২৮-১১-২০১৯	বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV Certified) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয়।
২	Video Conference System এর মাধ্যমে বিসিসির NOC হতে কেন্দ্রীয়ভাবে Multi Conference পরিচালনা	২৫০টি	৫১০টি	Covid-19 সংকটকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সারাদেশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক সংযোগসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগিতা বিসিসি হতে প্রদান করা হয়েছে।
৩	জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার(NOC) হতে সরকারি অফিসে স্থাপিত নেটওয়ার্ক মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাংলাদেশ সচিবালয়সহ সারাদেশে স্থাপিত WIFI Zone এর রক্ষণাবেক্ষণ	৭৬%	৭৬%	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
৪	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্পের আওতায় ৫০ মিটার উচ্চতার Self - Supported টাওয়ার নির্মাণের কাজ সম্পাদন	১০০%	১০০%	যার মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে
৫	সিলেট এবং কক্সবাজারে ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন	২০০টি	২০০টি	
৬	National Digital Architecture (BNDA) এর আওতায় ডেটা এনালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠাকরণ	১২-০৫-২০২০	০৬-০৫-২০২০	
৭	BGD-e-Gov CIRT এর মাধ্যমে সরকারি দপ্তর সমূহে Cyber Security এর জন্য Incident Response এ সহায়তা প্রদান	৮৫০টি Incident Response	৮৫০টি Incident Responsed	
৮	ডেটা সেন্টার হতে ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে VPS সার্ভিস প্রদান।	১৬০	২২০	জাতীয় ডেটা সেন্টার ও ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার হতে
৯	সফটওয়ার কোয়ালিটি টেষ্টিং ল্যাবে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর গুনগত মান পরীক্ষা	২০টি ও ১০টি	২৫টি ও ১০টি	
১০	NDD প্রকল্পের আওতায় বিসিসি ও ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১২০০ জন	১২০০ জন	
১১	iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy এর মাধ্যমে STARTUP কে অর্থায়ন ও মেন্টরিং প্রদান	৪০টি STARTUP	৪০টি STARTUP	
১২	iDEA প্রকল্পের আওতায় ইউনিভার্সিটিতে অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম	৪০টি অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম	১০০টি অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম	

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ সালের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিসি ও আওতাধীন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৪০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিসি'র ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদ রাখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ অনুসরণ পূর্বক বিসিসি ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৪ প্রকল্প/কর্মসূচির তথ্যাবলী

৪.১ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প ৩(তিন)টি :

- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্প;
- সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" শীর্ষক প্রকল্প;

৪.২ বর্তমানে চলমান প্রকল্প ১২(বার)টি:

- ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) শীর্ষক প্রকল্প;
- ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফো সরকার) প্রকল্প;
- লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি (Leveraging ICT for Employment and Growth of the IT-ITES Industry) শীর্ষক প্রকল্প;
- BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি শীর্ষক প্রকল্প;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA) শীর্ষক প্রকল্প;
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প;
- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প;
- জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প;
- দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্প।

৪.৩ সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৪.৩.১ ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

<table>
<tr><td>নাম</td><td colspan="2">ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন প্রকল্প</td></tr>
<tr><td>মেয়াদ</td><td colspan="2">ফেব্রুয়ারী ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯</td></tr>
<tr><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>অর্থের উৎস</td><td>পরিমান</td></tr>
<tr><td></td><td>জিওবি</td><td>৩৫৭.১৭</td></tr>
<tr><td></td><td>বৈদেশিক সাহায্য</td><td>২৫০০.০০</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>২৮৫৭.১৭</td></tr>
</table>

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন:২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
- দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা-কে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান' প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ০১ টি সিটি কর্পোরেশন ও ০৯ টি পৌরসভায় 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ কর্তৃক গত ২০/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" নামে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ৫টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে ;
- ০১ টি সিটি কর্পোরেশন ও ০৯ টি পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ গত ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান' প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন।

- আর্থিক অগ্রগতি ৯১.১২%% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৩.২ সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৮৬৯.৩৬

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত সফ্টওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;
- প্রয়োজনী সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরন ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কে সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্পের মাধ্যমে টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার পারফরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ জনবল উন্নয়ন;
- সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি), সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন;

- সরকারি দপ্তর সমূহের হার্ডওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;
- হার্ডওয়্যার টেস্টিং বিষয়ে দক্ষ জনবল উন্নয়ন;

সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার পরীক্ষাকরণ বিষয়ক কর্মশালা

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সরকারি বিভিন্ন সংস্থার ৩৬টি সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে;
- সরকারি বিভিন্ন সংস্থার ১০টি হার্ড্ওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে;
- সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং সেন্টারের জন্য আন্তর্জাতিক Test Maurity Model Integration Level-5 (TMMI Level-5) সার্টিফিকেশন অর্জন;
- স্থাপিত এ সেন্টারের জন্য ISO 17025 ও ISO 15408 সার্টিফিকেশন অর্জন;
- প্রকল্প ও বিসিসি'র ১৫ জন কে সফট্ওয়্যার টেস্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারি ৫৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সফট্ওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্টিং সম্পর্কিত কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৭৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৩.৩ ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৮৯.৪৬
	বৈদেশিক সাহায্য	১৬১১.৭০
	মোট	২০০১.১৬

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উচ্চগতির ইন্টারনেট এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;
- উচ্চ-গতির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালীর সুনির্দিষ্ট জনগনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধীকারের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন;
- সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আইসিটি ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।

ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্পের উদ্বোধন।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- মহেশখালী বিটিসিএল কম্পাউন্ডে একটি ৫০মিটার উচ্চতার Self-Supported নতুন টাওয়ার নির্মাণ করে টাওয়ারে মাইক্রোওয়েভ এন্টেনা এবং প্রয়েজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে GiGA মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন চালু করা হয়েছে।
- বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ কম্পাউন্ডে ১টি ৩০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়, ইনস্টলেশন ও টেস্টিং; জেনারেটরের জন্য একটি রুম তৈরী; নতুন এক্সচেঞ্জ ভবন তৈরী; পুরাতন এক্সচেঞ্জ ভবনের

মেরামত ও স্যানেটারী কাজ; জেনারেটরের রুম ও নতুন ইকুইপমেন্ট রুমের ওয়্যারিং এবং আর্থিং এর কাজ; এবং এক্সচেঞ্জের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

- "Creating and Usages of Digital Content" বিষয়ের উপর ১টি ব্যাচে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহেশখালীতে হেলথ্ কমপ্লেক্স-এ ১৬টি ক্যামেরা সহ CCTV সরবরাহ এবং ইনস্টল করা হয়েছে।
- কৃষকের উৎপাদিত পণ্য, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ও অন্যান্য পণ্যের যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ এ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন।
- ১১ জন নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের শুটকি মাছের জৈব উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে এক দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্থানীয় ট্যুরিস্টদের লক্ষ্য করে বাণিজ্যিকভাবে ই-বিজনেস সেন্টার চালু করা হয়।
- মহেশখালীতে বর্তমানে ৩টি কৃষি-তথ্য কেন্দ্র তৈরী করে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, জেনারেটর, সাউন্ড সিস্টেম, আইপিএস, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ, আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৮%% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪ চলমান প্রকল্পের বিবরণ

৪.৪.১ ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৪০০১৯.৭০
	বৈদেশিক সাহায্য	১১৯৯৩৫.৯৭
	মোট	১৫৯৯৫৫.৬৭

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দেশে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা যার ডাউন টাইম হবে শূণ্যের কোঠায় ;
- সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ডিজিটাল কন্টেন্ট সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ডিজিটাল কন্টেন্টসমূহের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা উন্নত করা ;
- ই-সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এ-বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)টি গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয়;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম "ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার" গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করেন।

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২৪%% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৫%।

৪.৪.২ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৮১২০৬.৭৬
	বৈদেশিক সাহায্য	১২২৭৪১.৪৯
	মোট	২০৩৯৪৮.২৫

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো স্থাপন;
- বাংলাদেশ পুলিশের ১,০০০ টি অফিসের মধ্যে VPN সংযোগ স্থাপন;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৬,০০০ সরকারি অফিসে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান;
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য ই-সেবাগুলিতে (e-Service) অনুপ্রবেশ নিশ্চিতকরণ;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- দেশের ৬০ শতাংশ জনগণের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ;
- কারিগরি জ্ঞান বিতরনের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধি;
- ইউনিয়ন পর্যায় হাই-স্পীড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (ইউডিসি) হাই-স্পীড ইন্টারনেট সংযোগ;
- শহর এবং গ্রামের ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ;

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা: ৩৫৫টি, লক্ষ্যমাত্রা: ৫৮২টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন ৬১%, সর্বমোট অর্জন ২৩৭৩টি ইউনিয়ন (৯১%);
- নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত জেলা সংখ্যা: ১টি, লক্ষ্যমাত্রা ১টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন ১০০%, সর্বমোট অর্জন জেলা সংখ্যা ৬৩টি (১০০%);

"কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার নির্দেশিকা" তৈরিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ পযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

"আমার গ্রাম আমার শহর" শীর্ষক অনলাইন সেমিনার, রংপুর জেলা

- নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত উপজেলা সংখ্যা: ৩৮টি, লক্ষ্যমাত্রা ১৩২টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন ২৯%, সর্বমোট অর্জন ৩৯৪টি উপজেলা (৮১%);
- ইউনিয়ন পর্যায়ে Provisional Acceptance Test (PAT) সম্পন্ন ১৫১৩ টি;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন ৫৩৫ কি.মি. , লক্ষ্যমাত্রা ৫৩৫ কি.মি, অর্জন ১০০%, সর্বমোট অর্জন ১৯৫০০ কি.মি (১০০%);
- পুলিশ অফিসে ভিপিএন সংযোগ স্থাপন: ৪টি, লক্ষ্যমাত্রা ৪টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন ১০০%, সর্বমোট অর্জন ১০০০টি (১০০%);
- "আমার গ্রাম, আমার শহর" শীর্ষক সেমিনার মোট ১৩টি জেলায় (২টি অনলাইনের মাধ্যমে) অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি সেমিনারে গড়ে ৯০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন;
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.১১%% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৩%।

৪.৪.৩ লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি শীর্ষক প্রকল্প;

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প	
মেয়াদ	অক্টোবর ২০১৯ - সেপ্টেম্বর ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৫৪৩.২০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উদীয়মান প্রযুক্তি (Emerging Technology) যথা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা ইত্যাদি বিষয়ে ১০০০ জনের প্রশিক্ষণ;
- দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ২০০ জন কর্মকর্তা এবং উচ্চ স্তরের ৫০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ;
- তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী প্রশিক্ষণ এসেসমেন্ট ও সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ও প্ল্যাটফর্ম স্থাপন;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল অর্থনীতির কৌশল প্রণয়ন;
- দেশের যুব সমাজকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে আকৃষ্ট করার জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং;
- দেশীয় তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিশ্ববাজারে প্রবেশ ও প্রবৃদ্ধির জন্য B2B matchmaking ইভেন্ট আয়োজন;
- উদীয়মান প্রযুক্তির ওপর দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' প্রতিষ্ঠা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

National University of Singapore (NUS) মাধ্যমে Artificial Intelligence (AI) এর উপর প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্ক্রিনশট

- গত ৫ জুন ২০২০ তারিখে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম প্রায় ৭০০ প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে Emerging Technology (Artificial Intelligence (AI),

Blockchain, Data Analytics, Medical Scribe, Cyber Security, Internet of Things (IOT) etc. ইত্যাদি) এর প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন।

- গত ১৬ জুন ২০২০ তারিখ আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ২৪২ জন কর্মকর্তা মিডিল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন।
- তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য লন্ডনে একটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে।
- National Block chain Strategy প্রস্তুত করা হয়েছে। Robotics Strategy, Mission 5 Billion এর কর্মকৌশল (Strategy) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। Made in Bangladesh, Post COVID Strategy for IT-ITES sector প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের PMIS থেকে Digital Economy Statistics প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- National University of Singapore (NUS) মাধ্যমে Artificial Intelligence (AI) উপর দেশীয় ১০টি কোম্পানির সক্ষমতা উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। গত ০৮ জুন ২০২০ তারিখে অনলাইনে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Information Technology (IIT) এর সাথে Establishing Training Certification Process & Curriculum Development and Training Assessment & Certification Platform প্রস্তুত করা হচ্ছে;
- LICT প্রকল্প, BACCO ও BIBM যৌথ উদ্যোগে একটি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালা প্রায় ২০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০ %।

৪.৪.৪ BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প;

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	১৪৭০৪.০৫

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ অনুচ্ছেদ-৯ পূরণকল্পে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারকে সাইবার আক্রমন হতে রক্ষা করা;
- সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো Critical Information Infrastructure (CII) সমূহকে উদ্ভূত সাইবার ঝুঁকি বিষয়ে সতর্কীকরণ ও রক্ষা করা;
- সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- আইটি পলিসি এবং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ইউনিট ঝুঁকিপুর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়ার তৈরি করেছে এবং এ অর্থবছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। Cyber Threat Landscape Report 2019-2020 প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ এর জন্য Risk Assessment framework আপডেট করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় National Cyber Security Index ডকুমেন্ট তৈরি এবং আপডেট এর মাধ্যমে দুই ধাপে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (সাইবার র‍্যাংকিং) ৯২ থেকে ৭৪ এ উন্নিত করা হয়েছে। ১১ টি APCERT working group কার্যক্রম এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে, IoT Security ও

Digital এবং Security of Internet of Things (IoT) ডকুমেন্ট তৈরীতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে । "COVID-19-Minimizing-it-data-center-risk-plan Report" প্রস্তুত করা হয়েছে;

- বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩৪ টি সরকারি প্রতিষ্ঠান কে সর্বমোট ১৪৬৭ টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন সমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।
- বিজিডি ই-গভ সার্ট ওয়েব সাইটে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২০৮টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১১টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে ৮৯ টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা কর্তৃক বিজিডি ই-গভ সার্ট ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৭টি ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত সর্বমোট ৯৯টি সোশাল মিডিয়া মনিটরিং প্রতিবেদন প্রদান করে হয়েছে।
- "Cyber Range" সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২৪০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫টি আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পাদন এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও একটি অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার (এন ডি সি) এর ISO 27001 রিসার্টিফিকেশন ও অডিট কার্যক্রম, iBAS++ (ফাইনান্স ডিভিশন) অডিট কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, টিয়ার ফোর ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার (TIER IV) অডিট কার্যক্রম এবং জাতীয় পার্লামেন্ট এ নেটওয়ার্ক ও সাইবার নিরাপত্তায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক এর তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সম্পাদিত একটি অডিট প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে একটি বিস্তারিত উন্নয়নমুলক দিক নির্দেশনা রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০৮ %।

৪.৪.৫ বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৪০৫.০৭

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা;
- ই-গভর্নমেন্টের জন্য সঠিক এবং সহজলভ্য প্ল্যাটফরম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি কাস্টমাইজড ERP সলিউশন তৈরী করা;
- ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির সক্ষ্যমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

পরিকল্পনা কমিশনে ইনভেন্টরি মডিউল এর উদ্বোধন।

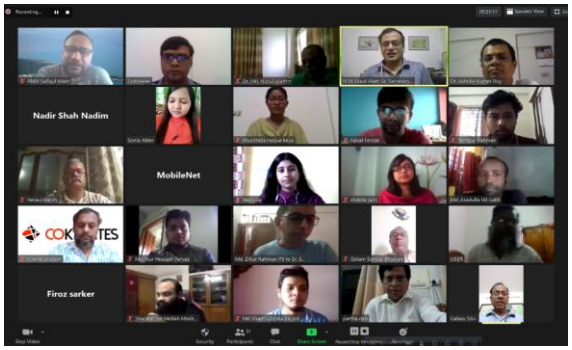

Event and Meeting management Module এর উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ ।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় ৯ টি মডিউলের মধ্যে ইনভেন্টরি মডিউল, মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউল এবং প্রকিউরমেন্ট মডিউল তিনটি প্রস্তুত করা হয়েছে;
- মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউলের উপর ১১৭ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে। মডিউলটি বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে ১০টি সংস্থা/দপ্তরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ইনভেন্টরি মডিউলের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বিসিসি এবং পরিকল্পনা বিভাগের ১০টি সংস্থার মোট ৬০ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকিউরমেন্ট মডিউলের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বিসিসি এবং পরিকল্পনা বিভাগের ১০টি সংস্থার মোট ৪০ জনকে Users Training প্রদান করা হয়েছে।
- আর্থিক অগ্রগতি ৪৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০%।

৪.৪.৬ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	২৭১৬৫.০০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উদ্ভাবন সহায়ক ইকোসিস্টেম ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি তৈরি;
- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ করা;
- তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- মহৎ আইডিয়াসমূহকে খুঁজে বের করা, পরিপালন করা ও উন্নীত করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা;
- দেশে উদ্ভাবন সহায়ক ইকোসিস্টেমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান;
- উদ্ভাবনসমূহের ব্রান্ডিং ও বাণিজ্যিকিকরণে সহায়তা করা;
- একটি উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা;
- আইসিটি ভিত্তিক ২০০ টি ইনোভেটিভ পণ্য বা সেবাকে সহায়তা প্রদান;
- স্টার্টআপদেরকে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা;
- ১০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরী করা;
- দেশের ৩,০০০ উদ্ভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সিলেকশন কমিটির মোট ১২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৩৫ টি স্টার্টআপকে বাছাই করে মোট ১২,৪২,০০,০০০ (বার কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে । প্রথম কিস্তিতে ১০০টি স্টার্টআপকে ৫২৭.০০ লক্ষ (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। পারফর্মেন্স মনিটরিং কমিটির মোট ০৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কিস্তিতে ৫৩ টি স্টার্টআপকে মোট ১৫৫.৫০ লক্ষ (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

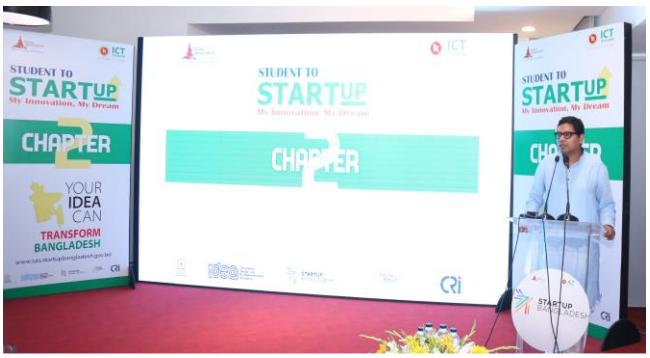

প্রকল্পের আওতায় 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপঃ চ্যাপ্টার-০২' প্রোগ্রাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

- কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে গত ২৩/০৫/২০২০ তারিখে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত "ফুড ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের

শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। প্ল্যাটফর্মটির বাস্তবায়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডাক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ বিভাগ, ই-ক্যাব এবং iDEA প্রকল্প কর্তৃক অর্থায়নকৃত। প্রকল্পের সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালিত সংশ্লিষ্ট প্রায় ১২টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। স্টার্টআপ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহায়তায় "ফুড ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে বর্তমানে পুরোদমে খাদ্য ও কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ চলছে;

- দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইনের মাধ্যমে সকলের নিকট স্বাস্থ্যসেবা সহজে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক "হেলথ ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। "হেলথ ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মের জন্য পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরির কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপসমূহকে এর সাথে সমন্বয়ের কাজ চলছে;
- গত ০১/০৬/২০২০ তারিখে "এডুকেশন ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়। বর্তমানে এ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় নিয়মিতভাবে ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে। iDEA প্রকল্প থেকে "এডুকেশন ফর ন্যাশন" প্ল্যাটফর্মের জন্য পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরির কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গত ১৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে Startup Bangladesh Ltd. কোম্পানির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ১১৫৯ জন স্টার্টআপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- তরুণ স্টার্টআপদের ডিজিটাল মার্কেটিং- এ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে iDEA প্রকল্প থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং'এ স্টার্টআপ ঢাকা ও স্টার্টআপ চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৮০ জনের বেশি প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.৭ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	১৫৮৯৬.৬৯

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক পরিসরে (Global Platform-এ) নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে, কম্পিউটিং ও আইসিটিতে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করা বা খাপ খাইয়ে নেয়া- এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি মাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটওয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২টি কম্পোনেন্টের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- ৫টি কম্পোনেন্টের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বাকি ৯টি কম্পোনেন্টসমূহের ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৯৪ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

Development of Bangla CLDR resource and submit to Unicode' শিরোনামে বিগত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ উন্নয়ন সহযোগী, অধ্যাপক, গবেষক ও অংশীজনদের নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪.৮ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	২৪৮৬.৮৮

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা, তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করা এবং ভিশন ২০২১ ও টেকসই উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১২০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সফটওয়্যার উন্নয়ন কাজের অংশ হিসেবে ডেলিভেরিবেলস সমূহ ডেলিভারী শিডিউল অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও প্রচারণার জন্য ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৩৫০ জন কমিউনিটি ডিজ্যাবিলিটি এক্সপার্ট কে ডিজ্যাবিলটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২১০জন হেলস এ্যালাইড প্রফেশনাল কে ডিজ্যাবিলটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৬৬ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯২%।

Health Allied Professionals'দের ভিডিও কনফরেন্সিং এর মাধ্যমে "ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন" প্রশিক্ষণ

৪.৪.৯ ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প	
মেয়াদ	নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩০২০.০০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া;
- সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় "ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন" স্থাপন;
- সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম উন্নয়ন।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সিলেট জেলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপন;

১৫-০২-২০২০ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় স্থাপিত "ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন" এর শুভ উদ্বোধন।

- সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় Public Wi-Fi zone স্থাপনের কার্যক্রম চলমান;
- বিসিসি'র কনফারেন্স রুম আধুনিকায়নের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়;
- প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যারের ToR (Terms of Reference) উন্নয়ন।
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে গত ১৫-০২-২০২০ তারিখে কক্সবাজার জেলায় স্থাপিত "ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন" এর শুভ উদ্বোধন করা হয়;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.১০ জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	আগস্ট ২০১৭ –এপ্রিল ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৬১৭.৩৪
	বৈদেশিক সাহায্য	৩৮৫৭.৬৮
	মোট	৪৪৭৫.০২

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের আইসিটি পেশাজীবীদের ব্র্যান্ড ইমেজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৃদ্ধি করা;
- জাপানিজ আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে দক্ষ আইসিটি জনবল তৈরী করা;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জাপান ও বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- জাপানি আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় একটি রোল মডেল প্রণয়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ITEE পরীক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- ITPEC (Information Technology Professionals Examination Council) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ITEE পরীক্ষায় পাসের হার সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে ITEE পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা;
- Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের উচ্চ মানের প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- ITEE (IT Engineers Examination)সহ আইটি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিসিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১২০ জনকে জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০টি বিশ্ববদ্যিালয়ের ৪৮০ জন ছাত্রকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITEE পরীক্ষার কারিকুলাম কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি/প্রো-ভিসি/ডীন/বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে সেমিনার আয়োজন;
- ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের নিয়ে কক্সবাজারে ৩ দিনব্যাপী Question Formulation Meeting আয়োজন;
- ৩০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে ITEE বিষয়ক মোটিভেশনাল সেমিনার আয়োজন;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.১৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.০০%।

৪.৪.১১ বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ইন্টার স্থাপনমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সে- প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	মার্চ ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	১১৬৩১.১০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারি কাজে তথ্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ডিজিটালকরণে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারকে সাইবার ঝুঁকির বিষয়ে নিয়মিত অবগত রাখা;
- সরকারি দপ্তর সমূহে আইটি এবং সাইবার সিকিউরিটি শৃঙ্খলাকে উন্নীত করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নিরাপদ ইমেইল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করে জাতীয় ডাটা সেন্টারে deploy করা হয়েছে;
- সরকারি সেবা, পলিসি ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মতামত, উপকার, গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষোভ বুঝার জন্য Open Data Analytics Solution: Amar Sarker বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারটি Amar-Sarker platform তৈরী করে পাইলট হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত platform এ যে application software টি তৈরি হয়েছে তা সামাজিক গণমাধ্যম ছাড়াও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা, ইন্টারনেট ব্লগে প্রকাশিত আর্টিকেলস হতে তথ্য সংগ্রহ করে। এ তথ্য হতে Mood Analysis ও Sentimental Analysis এর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে সরকারি কার্যক্রম কার্যকর ভাবে জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।
- আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

৪.৪.১২ দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি

নাম	দুর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৪৭৬০৭.১০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ৪৫৭৩টি ইউনিয়নের মধ্যে বিটিসিএল ১০০০ ইউনিয়ন কানেক্টিভি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২১১টি (সাইটসহ ১২১৯টি) ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি'র মাধ্যমে ১২টি ইউনিয়নে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৩৪টি ইউনিয়নে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫৪৭টি (সাইটসহ ২৬০০টি) ইউনিয়নে কানেক্টিভি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত হবে। অবশিষ্ট ৭৭৭টি ইউনিয়নে (৮টি সাইটসহ) নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের কাজ প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
- ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি ই-সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা করা;
- ৭৭৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল বিভাজন বৈষম্য দূরীকরণ।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ৭৭৭টি ইউনিয়ন সাইট সার্ভে করা হয়েছে;
- ৮১০৬ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ এর সাথে ক্রয়চুক্তি করা হয়েছে;
- ৫০০০ কিঃমিঃ ডাক্ট পাইপ ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ এর সাথে ক্রয়চুক্তি করা হয়েছে;
- প্রকল্পে ৬০ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: **৯৯.৯৯%** এবং বাস্তব অগ্রগতি: **১২%**।

৫ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

৫.১ বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি ও ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্সে **৩৬৩২** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ: দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পযর্ন্ত **১২০০** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৫.৩ আইটি ও নন-আইটি গ্রাজুয়েটদের IT Skill Standard নির্ধারণের জন্য IT Engineers Examination (ITEE) চালু করা হয়েছে। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৯১০ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, ৪৭০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৭৫ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

B-JET সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান।

৫.৪ জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৮০ জনকে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৬০ জনের কর্ম সংস্থান জাপানে প্রদান করা হয়েছে এবং ২০ জনের কর্ম সংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশী কোম্পানীতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের কর্ম সংস্থানের হার ১০০%।

৬ পরামর্শ সেবা

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বিগত কয়েক বছরে সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। সরকারি বিভাগ ও সংস্থসমূহে এ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটারায়নে এ সকল বিভাগ ও সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ ৮০টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

৭ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

৭.১ ডিজিটাল সরকার (ই-গভর্নেন্স):

৭.১.১ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে **১৮৭**টি ডোমেইনে সর্বমোট **১০,০২২** টি ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত **৬০৭**টি ডোমেইনে সর্বমোট **৮৭,০২১** টি ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা **১২** পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.১.২ বিসিসি কর্তৃক স্থাপিত জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) এর কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় এ পর্যন্ত **১৭,৩৫৮** টি দপ্তর এবং তৈরিকৃত **১৭,৩৫৮টি** ফ্রি ওয়াইফাই জোনকে আনা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কে **৯০২**টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। মনিটরিং সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত সরকারি দপ্তর ব্যতিত বাংলাদেশ সচিবালয়ে **৫০৬** টি এক্সেস পয়েন্টের মাধ্যমে ফ্রি ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মোট **২০৭৩**টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক সংযোগসহ সকল প্রকার কারিগরি সহযোগিতা বিসিসি হতে সফলভাবে প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'তে ৫জি টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।

৭.১.৩ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA):** ই-গভর্ণেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য Bangladesh National Digital Architecture প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড ১৯ ট্র্যাকার: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম যা সংগৃহীত তথ্য ম্যাপ/সারণী আকারে দেখায়। গত ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত ট্র্যাকারটি ৮,২০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৪,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে। ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম: ২৪টি জেলার ২৪ টি উপজেলায় বোরো ২০২০ মৌসুমের কার্যক্রম চলমান আছে, ২,৫০,০০০+ নিবন্ধিত কৃষক, কৃষকের অ্যাপ ৫০,০০০+ বার ডাউনলোড ও ব্যবহৃত হয়েছে, ৮২.২১ কোটি টাকা সমমূল্যের ৩৩,০০০ মেট্রিক টন ধান সংগৃহীত হয়েছে, মোট ৮৫,০০০ মেট্রিক টন (প্রায়) ধান সংগ্রহ করা হবে।

৭.১.৪ **বিসিসি সিএ'র কার্যক্রম:** বিসিসি-সিএ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করার জন্য বিশেষায়িত একটি Jetty Signing Server প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সাহায্যে pdf ফাইলেও ডিজিটাল স্বাক্ষর করা যাবে। CA Client এর সাহায্যে যে কোনো browser থেকেই ব্যবহারকারী https://www.bcc-ca.gov.bd থেকে issue হওয়া certificate নিজেদের hardware dongle/ windows keystore এ ইন্সটল করতে পারবে। বিসিসির কর্মকর্তাদের মাঝে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদান করা হয়েছে। বিদেশগামী বাংলাদেশী নাগরিকদের অনলাইনে নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ঘরে বসে নাগরিকরা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ৩০ (ত্রিশ) দিনের পরিবর্তে ০৩ (তিন) দিনে পাবে। এ বিষয়ে ৭৩০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯০০টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, ৯০০টি Cryptography Token/Dongle প্রদান এবং ১ টি Signing Server (API) ও ১ টি Local Signing Service প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭.২ তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

৭.২.১ **ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি):** বিগত ৭ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভ্যানে তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ এবং উইটসার মহাসচিব জেমস পয়জ্যান্টস বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরাজিতা হক, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, উইটসার সদস্য সংগঠন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি শাহীদ-উল মুনিরসহ অনেকে।

আর্মেনিয়ায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউসিআইটি ২০১৯ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এবং উইটসার মহাসচিব জেমস পয়জ্যান্টস।

৭.২.২ লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য লন্ডনে একটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশ থেকে ৬৪টি টিম এর ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে অনলাইনে ২ দিনব্যাপী ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে।

৭.২.৩ **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলা ২০২০**: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজাবিলিটি (সিএসআইডি) এর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "চাকুরী মেলা ২০২০" গত ১১/০১/২০২০ খ্রিঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলায় ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকুরীর জন্য নিবন্ধন করে। চাকুরী প্রদানকারী ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং নিবন্ধকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ জনকে চাকুরী প্রদান করে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "চাকুরী মেলা ২০২০" উদ্বোধন করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি ।

৭.২.৪ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিসি) সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করে। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি-

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে ১৯০টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানার্সআপ এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (ICPC) ২০১৯ বিজয়ীদের সাথে অতিথিরা।

৭.২.৫ **জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) ২০২০:** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) ঢাকার মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) আয়োজন করে। এতে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে (আইওআই) অংশগ্রহণকারী তিনটি দলসহ দেশের ৭৮টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০টি দল অংশগ্রহণ করে। ১১টি সমস্যার মধ্যে নয়টির সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিইউ_সোয়াম্পফায়ার' দল। আর আটটি সমস্যা সমাধান করে প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্সআপ হয় যথাক্রমে বুয়েটের 'বুয়েট_হেলবেন্ট' ও 'সমাহিত'।

জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতায় (NCPC) ২০২০ বিজয়ীদের সাথে অতিথিরা।

৭.২.৬ **গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ (জিআইটিসি) ২০১৯:** বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানের পুকইয়ং ইউনিভার্সিটিতে তরুণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০১৯' প্রতিযোগিতায় একটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ প্রথম পুরস্কারসহ দুটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। শ্রবণ, স্বাভাবিক বিকাশ, দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এ চারটি ক্যাটাগরিতে ই-টুল

চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়াসহ ২০টি দেশের তিন শতাধিক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। ২০১১ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ তরুণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০১৯' প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার গ্রহন করছেন বাংলাদেশের প্রতিযোগি ফারহান ইকবাল ।

৭.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ সাফল্য উদ্‌যাপন:

৭.৩.১ মুজিব বর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.mujib100.gov.bd এবং ডিজিটাল প্লাটফর্মে মুজিব সোস্যাল মিডিয়া, এ্যানিমেশন, হলোগ্রাম, অ্যাপ, এআর/ভিআর এবং টিজার তৈরী করা হয়েছে।

মুজিব বর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আইসিটি টাওয়ার আলোকসজ্জা করা হয়।

৭.৩.২ **ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯:** গত ০৮/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০১৯' সম্মাননা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি 'আমার সরকার' শীর্ষক একটি অ্যাপ উদ্বোধন করেন।

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও র‍্যালি উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও র‍্যালি উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

৭.৩.৩ **জাতীয় শোক দিবস ২০১৯:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গত ২৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একেএম রহমাতুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কিউরেটর নজরুল ইসলাম খান, আফরোজা জামিল কঙ্কা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জনাইদ আহমেদ পলক. এমপি. বক্তব্য প্রদান করেন।

৭.৩.৪ **মহান বিজয় দিবস-২০১৯ :** গত ৩০/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এইচ টি ইমাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব এবং আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম এবং সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি ।

৭.৩.৫ **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০:** গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণ।

৭.৪ পুরস্কার/সম্মাননা:

৭.৪.১ WSIS Prizes 2020 প্রতিযোগিতায় বিসিসির অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ক্যাটেগরি-১১ (ই-এমপ্লয়মেন্ট)'তে WINNER পুরস্কার অর্জন করে।

৭.৪.২ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের "জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)" প্রকল্পটিকে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন ডাটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি) কর্তৃক ডেটা সেন্টার কন্সট্রাকশন ক্যাটাগরিতে **'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯'** পুরস্কার দেয়া হয়।

জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত 'DCD APAC Award 2019' পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।